শরৎচন্দ্রের

দেবদাস

ইস্টম্যানকালার

চলচ্চিত্রায়িত করেছেন দিলীপ রায়

প্রমথেশ বড়ুয়া

'দেবদাস'কে

যিনি চলচ্চিত্রে অমর করে রেখেছেন

তাঁকে প্রণাম জানিয়ে

দিলীপ রায়ের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

'দেবদাস'

ইস্টম্যানকালার

চিত্রনাট্য · পরিচালনা । দিলীপ রায়

সঙ্গীত । কালীপদ সেন

প্রযোজনা । সুনীল রাম · সতীশ মুখোপাধ্যায়

মূল চিত্রনাট্য ঃ বীরু মুখোপাধ্যায় . চিত্রগ্রহণ ঃ বিজয় দে . সম্পাদনা ঃ কমল গাঙ্গুলী . শিল্পনির্দেশনা ঃ সূর্য চট্টোপাধ্যায় . রূপসজ্জা ঃ বসির আহমেদ ও মনতোষ রায় . শব্দগ্রহণ ঃ অনিল দাসগুপ্ত সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল নন্দন (অন্তর্দৃশ্য) এবং গিরিশ পাধিয়ার (বহির্দৃশ্য) . সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ সতেন চট্টোপাধ্যায় . সহকারী ঃ বলরাম বারুই . কর্মসচিব ঃ পরিতোষ রায় ব্যবস্থাপনা ঃ কানাই রায় ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় . স্থিরচিত্র ঃ পরিমল চৌধুরী . পরিচয়লিপি ঃ দিগেন স্টুডিও . বেতার প্রচার ঃ সুকান্ত রায় . স্টুডিও তত্ত্বাবধান ঃ আনন্দ চক্রবর্তী . সংগঠন ঃ

রমেন ভট্টাচার্য্য ও নিতাই চক্রবর্তী

গীত রচনা ঃ কাজী নজরুল ইস্‌লাম, হৃদয়েশ পাণ্ডে ও মোহিনী চৌধুরী

নেপথ্যকণ্ঠে ঃ মান্না দে, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, কমল গাঙ্গুলী ও সন্তু মুখার্জী

প্রধান সহকারী পরিচালনা ঃ সুজয় দত্ত

প্রচার সচিব ঃ স্বপন ঘোষ

সহকারীবৃন্দ . পরিচালনা ঃ কনক চক্রবর্তী ও মিহির সরকার . চিত্রগ্রহণ ঃ শান্তি দত্ত ও জয় মিত্র সঙ্গীত ঃ শৈলেশ রায় . সম্পাদনা ঃ অনিল দাস, কে. মানি ও শ্যামল দাস . রূপসজ্জা ঃ পাঁচু দাস ও সুশান্ত দাস . শিল্পনির্দেশনা ঃ অনিল পাইন . সাজসজ্জা ঃ শের আলী, সরযূ লাল ও দীনেশ মজুমদার সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ পূর্ণচন্দ্র মিত্র, প্রভাত বর্মন, কনক ঘোষ, অরবিন্দ সেন, শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় . দৃশ্যপট ঃ চণ্ডী বর . প্রচার অঙ্কন ঃ অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও পালিত . আলোক সম্পাতে ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ মান্না, কাশী কাঁহার, হংসরাজ, অজিত, হটো এবং দুখীরাম নস্কর, সতীশ হালদার, মঙ্গল সিং, বেনধর বিশাল, অনিল পাল ও গোবিন্দ হালদার . ব্যবস্থাপনা ঃ সুকুমার বসু, বেচারাম নস্কর, সুরেন মাকাল, হরি সরকার, ভগীরথ চক্রবর্তী ও রাম মণ্ডল

প্রচারে সহকারী ঃ মানব ব্রহ্ম, দিলীপ দাস, ভক্তিময় লাহিড়ী

টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিও ও এন, টি, এক নম্বর স্টুডিওতে গৃহীত

এবং

জেমিনী কলার ল্যাবরেটরীজ (মাদ্রাজ), ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী ও ফিল্মস সারভিসেস্ এ পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব পরিবেশনা । মেঘ পিকচার্স

কিছু কথা ঃ চলচ্চিত্রকারেরকিছু কথা

মহৎসৃষ্টি বারবার আলোচিত এবং আলোড়িত। চলচ্চিত্রকাররা তাই এই উপন্যাসকে একাধিকবার চলচ্চিত্রায়িত করার মধ্যে আনন্দ পেয়েছেন। কিছু খুঁজছেন। কারণ কথাশিল্পীরা তাঁদের লেখার অনেক কিছুই অব্যক্ত রাখেন। দু'লাইনের ফাঁকের মধ্যে ভর্তি থাকে অনেক অ-লেখা শব্দ। পাঠক যেমন তা উদ্ধার করতে চান, চলচ্চিত্রকারও সেই অকথিত কথাকে মূর্ত করতে চান ক্যামেরার সাহায্যে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন স্বাভাবিক। মূল কাঠামো বজায় রেখে কিছু কিছু পরিবর্তন হতেই পারে।

আমার 'দেবদাস' এর প্রতি আকর্ষণ—দেবদাসের ভেতরের যে জ্বালা যন্ত্রনা আছে তা আজকের মতন করে বলার প্রয়োজন আছে বলে। আমার মনে হয় দেবদাস বা দেবদাসেরা এখনো আছে এবং চিরকাল থাকবে। চরিত্রের দোষ গুণ যেটা, সেটা হচ্ছে মন—যা অনবরত অস্থির ও চঞ্চল। সে কখনোই জানে না যে সে ঠিক তার পরের মুহূর্তে কি করবে। এই অস্থিরতা আজকের যুগে আজকের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আছে। তার চেহারাটা অবশ্য আলাদা।···

উপন্যাসে

ওগো, মা গো! বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী ছুটিল। ভুবন চৌধুরী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি, ধর—ধর—ধরে আন ওকে। ও মহেন, ও কনে বৌ।

তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পার্বতীর মূর্চ্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটির ভিতর লইয়া গেল।

চলচ্চিত্রে।

পার্বতী দৌড়ে গেল। সিংহ দুয়ারের কাছে যখন পৌঁছেছে তখন ভুবন চৌধুরী—ঐ জমিদার বাড়ীর সামনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গায়ের চাদরটা দু'পাশে ঝুলে পড়েছে। তিনি ডাকলেন—পার্বতী। যে-ডাকের মধ্যে আছে আদেশ। এদিকে পার্বতী ডেকে চলেছে—দেবদা, দেবদা, দেবদা। ঐ মুহূর্তেই সব কিছু যেন থেমে গেল। ফ্রিজ-শট।

আমার মনে হয়েছে শরৎচন্দ্র বলতে চেয়েছেন এই সমাজের বিধি-নিষেধের গন্ডীর বাইরে যাবার ক্ষমতা পার্বতীর ছিল না। বা যেতে দেওয়া হ'ল না। চলচ্চিত্রে তাই আমি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। গতানুগতিক বিধি-নিষেধের গন্ডীর বাইরে গিয়ে—আধুনিক প্রক্রিয়ায়। তাছাড়া কিছু কিছু জায়গায় মূল গল্প থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। চুনিলালের চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায়, চুনিলাল একটা স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক লোক যে শুধু নিজের ভালোটাই বোঝে। চুনিলালকে পরিষ্কার-ভাবে একটা চরিত্র করে তুলেছি যার মধ্যে ব্যথা ও যন্ত্রণার সুর আছে।

চন্দ্রমুখী ও পার্বতীকে এক জায়গায় দেখা করিয়েছি যা উপন্যাসে অনুপস্থিত। আমার প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।

'দেবদাস' উপন্যাসে অন্তর্লীন যন্ত্রণার যে ব্যাপারটা প্রকট চলচ্চিত্রকার সেই জায়গাটা ধরার চেষ্টা করেছেন যেখানে পলাতক মন, অস্থির মন, বাউল মন 'দেবদাস'কে সর্বদা তাড়া করে নিয়ে চলেছে। একটা কথা খুব চালু আছে—কেউ মদ খেলেই বলা হয়—কি রে 'দেবদাস' হ'লি নাকি? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কিছু ভোলার জন্য মদ খাওয়াটা অজুহাতমাত্র। আমার 'দেবদাস' তাই বলেছে—আমি মদ খাই মদ খাওয়ার জন্য। কোন কিছু ভোলার জন্য নয়। যারা বলে মদ খায় কিছু ভোলার জন্য তারা নিজেদের ঠকায়, শঠতা করে।···

গান। এক

নৈন মিলাকে সেঁইয়া বড়া দুখ পায়ে
দিলকি বাত বালমা কৈসে ছিপায়ে
মেঘ ভরি এ পল্‌কেঁ
পল্‌ পল্‌ ছল্‌কে বরষেঁ
যুগসে প্যাসা অন্তর মেরা
পিয়া মিলনকো তরসে।
এ নয়নে মেঘ জমেছে
রিম ঝিম বারি বরষে
কতযুগ পিয়া মিলন পিয়াসে
হিয়া চায় পিয়া পরশে।
মন কি সোন চিরইয়া রোয়ে
কৈসে সমঝায়ে।
পাথর কে হাবেলী মে
পাথর কি দিল লিয়ে
অরমাঁ মচলতে হ্যায়
বাহারোকে গম্‌ লিয়ে
দ্বারে আহ্‌ ভরে
কৈসে সমঝায়ে।

গান। দুই

শাওন রাতে যদি
স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে
নয়নে বারি ঝরে।
ভুলিও স্মৃতি মম
নিশীথ স্বপন সম
আঁচলের গাঁথা মালা
ফেলিও পথ পরে।
ঝরিবে পূবালী বায়
গহন দূর বনে
রহিবে চাহি তুমি
একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু কেকা
গাহিবে নীপশাখে
যমুনা নদী পারে
শুনিবে কে যেন ডাকে।
বিজলী দীপ শিখা
খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া
দু'হাতে ঢেকো আঁখি
যদি গো জলে ভরে।

গান। তিন

যে দিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি প্রিয়ে
ধুইয়ো লাশ আমার লাল পানি দিয়ে।
শরাবী জামসেদী গজল যানাযায় গাহিও আমার
দিবে গোড় খুঁড়িয়া মাটি শরাবী এ শরাবখানায়
রোজ কেয়ামতে তাজা উঠবে জিয়ে
যে দিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি প্রিয়ে।
এমনি পিব শরাব—
ভেসে যাব তাহারি স্রোতে—উঠবে খুশবু
শরাবের আমার ঐ গোরের পার হ'তে
টলি প'রবে পথিক সে নেশায় ঝিমিয়ে
যে দিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি প্রিয়ে
ধুইয়ো লাশ আমার লাল পানি দিয়ে।

গান। চার

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী দিন রজনী
সেদিনে গনি সকলি ফাঁকা

স্বীকারোক্তি

সময়ের ব্যবধান আছে জেনেও চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে কাজী নজরুল ইসলামের গান 'শাওন রাতে যদি....' এবং 'যে দিন লব বিদায়....' ব্যবহার করেছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দীপচাঁদ কাংকরিয়া . শৈলেন্দ্র নাথ মোহান্ত . শচীন বারিক . নারায়ণচন্দ্র রায় . আশুতোষ রায় (দাদামণি) . হরিদাস সান্যাল . কানাই দে . সৌমেন্দু রায় . গুরু বাগচী . অমিতাভ রায় . কানু সিং অসীম ঘোষ (বার-এট-ল) . নিতাই ঘোষ . কমল সিং . দুলাল মণ্ডল . তাপস ঘোষ . প্রীতিময় চৌধুরী জহর সিন্‌হা (রায়পুর) রণজিৎ রাউত . অজিৎ রাউত . সুকুমার মুখার্জী . অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীমতি বেনু মুখোপাধ্যায় . শ্রীমতি শ্যামলী রায়

মর্ডান ডেকরেটর . সিলেক্ট স্টোর্স

রায়পুর ও সুপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ

চরিত্র রূপদানে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার

বিকাশ রায় . কালী বন্দ্যোপাধ্যায় . সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় . সন্ধ্যারাণী . গীতা দে . শৈলেন মুখোপাধ্যায় পদ্মা দেবী . মৃণাল মুখোপাধ্যায় . প্রেমাংশু বোস . ধীমান চক্রবর্তী . ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় . তরুণ কুমার সন্তোষ দত্ত . বীরেন চট্টোপাধ্যায় . মন্মথ মুখোপাধ্যায় . সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য . ঝুমা মুখোপাধ্যায় শ্যামলী চক্রবর্তী . অনামিকা সাহা . আরতি দাস . স্বরাজ বসু . বিমল দেব . আশুতোষ রায় ভূপেন রায় . বলাই মুখোপাধ্যায় . পরিতোষ রায় . বাদল দে . ননী চট্টোপাধ্যায় . রাম নিবাস ভট্টাচার্য্য সত্য দে . নারায়ণ রায় . অমরেশ দত্ত . সমরজিৎ গুহ . হাসি মজুমদার . অতি দাস . রজৎ চক্রবর্তী শ্রী ও শ্রীমতি বাবলু দে . মাস্টার চন্দ্রজিৎ . কুমারী দীপশিখা . মাস্টার কৌশিক . মাস্টার রাজা

বিশিস্ট অতিথি শিল্পী

অনুপকুমার । লিলি চক্রবর্তী । রবীন মজুমদার

সন্তু মুখার্জী । নন্দিনী মালিয়া । সমিত ভঞ্জ

আমাদের আগামী ছবি

মাধবী চিত্র'র নিবেদন

সুবর্ণলতা

কাহিনী । আশাপূর্ণা দেবী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা । বিজয় বসু • সঙ্গীত । কালীপদ সেন

চরিত্র রূপদানে । মাধবী চক্রবর্তী · নির্মলকুমার · সুমিত্রা · মহুয়া · বিকাশ
ভানু · ছায়া দেবী · নিমু · সন্তোষ দত্ত প্রমুখ

চিত্র শিল্পী । পান্তু নাগ

দুঃসাহসিক অভিযান !

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিশপ্ত আমাজান

সম্পূর্ণ রঙীন ছবি

পরিচালনা । গুরু বাগচী • সঙ্গীত । কালীপদ সেন

বম্বে ও বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে প্রস্তুতির পথে !

মুদ্রক । এসডি প্রিণ্টার্স